সনেট শতক

শান্তশীল দাশ

সংশয়

মানুষ অনেক বড়ো-এ প্রত্যয় নিয়ে
যতই বাঁচতে চাই, ভেঙে ভেঙে যায়
সেই প্রত্যয়ের ভিত, যখন তাকিয়ে
এদিকে ওদিকে দেখি, এর ওর পানে;
কই, কোথা সে-মানুষ, যাকে মনে মনে
বড়ো বলে বারবার দিয়েছি অনেক
শ্রদ্ধার অঞ্জলি! এ-যে ছোট, বড়ো ছোট।
প্রাত্যহিকতার ক্লান্ত দাঁড় টেনে টেনে
হারিয়ে ফেলেছে সব—যান্ত্রিক জীবন।
সে-জীবনে মিশে গেছে কত আবিলতা,
কত গ্লানি তার মাঝে, হীনতা দীনতা;
নেই প্রাণ এতটুকু, যে প্রাণের আলো
ছড়ায় সুস্নিগ্ধ দ্যুতি; ফিরে ফিরে পাই
সে-প্রত্যয়—যাকে নিয়ে এ জীবন সুরু।

৮.৬.৬৩

শিল্পীর স্বাধীনতা

ভালোকে বলবো ভালো, মন্দকে মন্দই;
চোখ দিয়ে দেখে যাব, কান দিয়ে শুনে,
মন দিয়ে অনুভব। আর সেই কথা
লিখে যাব, বলে যাব: পূর্ণ অধিকার
আমার এ নিজধর্মে। কারো কথা শুনে
বলবো না, দেখবো না কারো চোখ দিয়ে;
আর কোনো প্রলোভনে, কিংবা কারো ভয়ে
অপরের কথাগুলো আমার নিজের
কথা বলে চালাবো না। যা দেখেছি আর
যা শুনেছি, করেছি যা মনে অনুভব–
সে আমার একান্তই; সেখানেতে কারো
নেই কোনো অধিকার, নেই নেই নেই।
এ আমার স্বাধীনতা–এই স্বাধীনতা
সকলের, যেখানেতে শিল্পী আছে যত॥

১০.৯.৬৩

শুধু উচ্চারণ

তুমি বলে গেলে কবি: মানুষের ’পরে
বিশ্বাস হারানো পাপ-সেই মন্ত্রখানি
বারবার জপেছি যে প্রহরে প্রহরে,
আমার অন্তর ভ’রে তোমার সে-বাণী।

অসংখ্য উদ্দাম ঝড়: সে-মন্ত্র তোমার
টেনে নিয়ে ভূমিতলে আছড়িয়ে ফেলে;
পারি না পারি না ধরে রেখে দিতে আর,
নিবে যায় সেই দীপ যত রাখি জ্বেলে।

বল না, কোথায় রাখি আমার বিশ্বাস
মানুষ ‘মানুষ’ কই–শুধু ছদ্মবেশ;
সারা দেশ জুড়ে তার বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
সব আশা বুঝি ওই হয়ে আসে শেষ!

তবু প্রাণপণে করি ও মন্ত্র স্মরণ
মনে পাইনেক’ বল, শুধু উচ্চারণ।

৮.৮.৬৪

আমার প্রত্যয় নিয়ে

তবু এই অন্ধকার শেষ কথা নয়;
না না, তুমি এ আমার প্রত্যয় ভেঙো না;
অনেক কালোয় ঢাকা আজ এ আকাশ,
চিরদিন থাকবে না, না না কখনো না।

কল্পনাবিলাসী বলো, বাস্তব বিমুখ
বলো, আমি করবো না কোনো প্রতিবাদ;
শুধু তুমি ভেঙো নাক’, ভেঙো না, ভেঙো না
আমার এ মিষ্টি স্বপ্ন প্রত্যয়-জড়ানো।

আমিও শুনেছি কান্না, শকুনীর দল
এদিকে ওদিকে ঘোরে, দেখেছি দু’চোখে;
অরণ্য শ্বাপদ্ ভরা আজকে পৃথিবী–
মিথ্যে নয়, মিথ্যে নয়; তবু এই শেষ।
এ কথা মানবো নাক’, না না মানবো না,
আমার প্রত্যয় নিয়ে আজো আমি বাঁচি।

৬.৯.৬৪

একটি চরিত্র

বয়েস অনেক হলো, তবু সঞ্চয়ের
নেশা তার কমলো না; সদসৎ নানা
পথে তার আজো চলে ভাণ্ডার-ভরানো;
এতেই সে ভারি খুশি; আর সেই কথা
এর কাছে, ওর কাছে জানায় সরবে।

ভিখারী আসে না তার দ্বারে কোনোদিন;
হয়তো ফেলেছে জেনে, সে-ও যে ভিখারী।
এর দ্বারে, ওর দ্বারে, রোজ ঘোরে ফেরে,
আর কিছু ঝুলি ভ'রে নিয়ে যায় ঘরে,
তার সাথে ফাউ মেলে কিছুটা লাঞ্ছনা।

কত জনে কত কথা সামনে পেছনে
বলে, টিট্‌কিরি দেয়, শুনেও শোনে না;
যে যা বলে বলুক না, কী-বা আসে যায়–
তার ব্যবসায় মন্দা পড়ে না কখনো।

২০.৯.৬৪

মানুষ যেখানে কাঁদে

এদিকে ওদিকে গড়ি অসংখ্য মন্দির,
তবুও মন্দির-গড়া শেষ হয় না-যে;
যখনি সুযোগ পাই, অমনি আবার
মন্দির গড়ার কাজে উঠে পড়ে লাগি।

অথচ এদিকে দেখি, কত-না মানুষ
খেতে পায় নাক’, আর মাথা গোঁজবার
এতটুকু ঠাঁই নেই, পথে পথে ঘোরে–
পথেই জীবন সুরু, সেইখানে শেষ।

দেবালয়ে বাজে নিত্য মহা সমারোহে
আরতির শঙ্খ ঘণ্টা; ভক্তদল এসে
পূজা করে দেবতার–কোন্ সে দেবতা!
জানি না, শুধুই ভাবি, এই মূঢ়তার
কবে শেষ হবে, কবে বোধ হবে তার;
মানুষ যেখানে কাঁদে, কাঁদে ভগবান।

১৬.১০.৬৪

ভাগীরথী

বিস্ময়ে তোমার পানে চেয়ে থাকি আমি,
আর শুনি অবিরাম ওই পদ ধ্বনি;
তুমি চল অবিশ্রাম যুগ যুগ ধ'রে,
কখনো দুর্দম গতি, কখনো মন্থর।
'চন্দ্রচূড় জটাজাল' হতে তুমি নেমে
এলে এই ধরণীতে, তারপর আর
তোমার চলার শেষ হলনাক' হায়।
কত রাজ্য ভাঙা গড়া, কত জীবনের
অবসান অহরহ, তুমি নির্বিকার
চলেছ, চলবে শুধু; আগামী দিনের
মানুষ আসবে আর আমারই মতন
দেখবে তোমায় চেয়ে অবাক বিস্ময়ে,
আর দেবে পুষ্প অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশে:
হে জননী ভাগীরথী, প্রণাম তোমায়।

১০.২.৬৫

ভাষণে ভাসান

ভাষণে ভাসিয়ে দাও তোমরা সবাই,
আমরাও খুশি হয়ে বেশ ভেসে যাই।
এত হবে, তত হবে; হয়েছে কত-না–
শুনি, বেশ ভাল লাগে, অভাব-যাতনা
কোথা যে হারিয়ে যায়! ভাষণের কাছে
এলে মনে হয়; আছে, কতই না আছে;
অভাব কিছুই নেই, কেন অকারণ
করি শুধু অভিযোগ! থামলে ভাষণ
যখন মাটিতে নামি, শুনি হাহাকার;
এটা নেই, ওটা নেই; এর ওর তার
যার মুখপানে চাই, কী বেদনা ভরা;
এক একটি করে শুধু দিন শেষ-করা।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সব কোনমতে চলে–
আমিও তো একজন তাদের সে দলে।

১৫.২.৬৫

এ মুহূর্তে

এ মুহূর্তে আর কিছু চাই নাক’ আমি,
শুধু চাই একটুকু নির্জন নিভৃতি;
আর সেই অন্ধকারে সব ভুলে গিয়ে
কিছুকাল অবসর, নিঃশব্দ বিশ্রাম।

দিনের প্রখর আলো যন্ত্রণা-মাখানো
জ্বালা করে; কানে এসে বাজে কী বিকৃত
অর্থহীন কোলাহল অসংখ্য লোকের;
আর তার সাথে মিশে নানা অভিযোগ
নৈরাশ্যের—ক’রে তোলে দুঃসহ জীবন।

এই সব ক্ষণকাল ভুলে যেতে চাই:
ভাল নয়, মন্দ নয়, শত্রু মিত্র নয়,
সুখ নয়, দুঃখ নয়, কোন অনুভূতি
চাই নাক’ এ মুহূর্তে; শুধু পেতে চাই
একটি নির্জন কোণ, কিছু অবসর।

১৮.৮.৬৫

অতৃপ্তি

পেয়েছি অনেক; আরো কত কিছু পাব–
যতদিন যাবে পাওয়ার ঝুলিটি ভ’রে
উঠবে: এখনি কত-না হয়েছে ভারি;
আরো ভারি হবে, আরো আরো ভারি কত।

তবু মন খুশি হয় না-যে, হয়-না যে!
তৃষ্ণা শুধুই দিনে দিনে বেড়ে যায়;
আর সে-তৃষ্ণা এনে দেয় শুধু দাহ–
এই দাহ শেষ, জীবনের শেষ হ’লে।

চাই, কিছু চাই–যা পেলে হৃদয় মন
প্রসন্নতার আলোকে উঠবে ভ’রে,
চাইবে না আর; যা পেয়েছে সেই ধনে
খুঁজে পাবে তার সফল পাওয়ার শেষ।

চোখ-ঝলসানো এ-আলোর শেষ কোথা?
স্নিগ্ধ-আলোর কোথা সে প্রদীপখানি?

১৩.৬.৬৬

সহজ জীবন

সহজ জীবন চাই, সুন্দর জীবন;
ঊর্ধ্বপানে দৃষ্টি আর স্বল্পে তুষ্ট মন।
অন্তরে কল্যাণ ব্রত, বৈরীভাব নয়
কারো পরে, শুভবোধে বিধৃত হৃদয়।
চারিধারে হাসিমুখ, কর্মযজ্ঞে রত
জীবনের প্রতিক্ষণ, শ্রদ্ধায় আনত
চিত্ত সদা; মহতের অনুগামী হয়ে
সম্মুখের পথে গতি সর্বজন লয়ে;
দুর্বল অক্ষম যারা বঞ্চিত না হয়।
বিপুলা এ ধরণীতে সবার আশ্রয়
রয়েছে-যে। মিলে মিশে থাক এক সাথে,
কিছু, কিছু দুঃখ, হর্ষ বেদনাতে
সমপ্রাণ হয়ে সব গড়ুক জীবন–
মৃত্তিকায় বাস চিত্ত ঊর্ধ্বে বিচরণ।

২৮.২.৬৭

অনির্বাণ

তবুও আশার জাল বুনে বুনে চলি:
এই যে আঁধার আসে, এত যে আঘাত,
সংশয়ের কালো মেঘ,–তবু কেন মন
বলে: এই শেষ কথা কখনই নয়।
এ-কালোর শেষ আছে, এ সংশয় ভেদ
ক'রে দেখা দেবে আলো প্রসন্ন উজ্জ্বল;
কেটে যাবে সব মেঘ, সুন্দর জীবন
ভূমার প্রসাদ নিয়ে জাগবে আবার:
এ-আশা এখনো মনে; অনেক বেদনা
আঘাত মাঝে জেগে আছে আজো।
যদিও মেলে না কোনো আশ্বাস কোথাও,
যদিও আশার মৃত্যু বারে বারে ঘটে:
তবুও আশার জাল ছিন্ন একেবারে
হয় না-সে, বুনে চলি আবার, আবার।

২৬.১.৬৮

বিষণ্ণ বর্ষণ

চারিদিকে ঘনঘটা, কালো-কালো মেঘ
সমস্ত আকাশ জুড়ে–ঝম্‌ঝম্‌ জল;
সেই জল পথে-পথে, সেই জল চোখে,
সেই কালো-কালো মেঘ মনের আকাশে।

এ জল কি থামবে না! এই কালো মেঘ
কাটবে না! এই ঘনঘটা আঁধারের
শেষ হবে না কি আর। মনে কি ব্যথার
এ-বেদনা কোনদিন নিঃশেষ হবে না!

কোনো কাজে মন নেই, নেই কোনো কাজ;
কেবল আকাশ পানে চেয়ে চেয়ে থাকা–
সকাল দুপুর সন্ধ্যা, তারপরে রাত;
কাটে না-যে এই মেঘ! আলোর সকাল
কখন আসবে, কবে? এই কালো মেঘ
সরবে না? সরবে না? কী বিষণ্ণ লাগে।

১৫.১১.৬৮

ভাঙা মন্দির

ভাঙা এ মন্দিরগুলো এদিকে ওদিকে
রয়েছে পথের ধারে, পথিকের দল
চলে যায় পথ দিয়ে, দেখে না তাকিয়ে
কী আছে মন্দিরে সেই, কোন্-সে দেবতা।

বিদেশী সে-পথ দিয়ে যদি কেউ যায়,
কিছু কৌতূহল নিয়ে দাঁড়ায় সেখানে–
দাঁড়ায়, দু’চার কথা বলে মনে মনে,
চেয়ে দেখে, তারপর দূরে চলে যায়।

ভেঙে গেছে চারিধার, ইট-বের করা,
পায়রার বাস। ধুলো, কত-না জঞ্জাল,
মাঝে মাঝে ছেলেগুলো লুকোচুরি খেলে-
দেবতা তেমনি আছে, প্রতিবাদ নেই।

কত-না উজ্জ্বল ছিল, কত সমারোহ
একদিন; আজ আর চিহ্নমাত্র নেই।

১.১২.৬৮

একটি শীতের রাত্রি

প্রচণ্ড শীতের রাত্রি: কয়জনা মিলে
ঢাকা দিয়ে শরীরটা চাদরে জামায়
গল্প করছিল বসে-সময় কাটানো।
নানা কথা: রাজনীতি, সিনেমার গান।
বেকার সমস্যা, বন্যা উত্তরবঙ্গের,
ধর্মঘট, পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে যত
পরীক্ষায় টোকাটুকি, ট্রামে বাসে ভিড়,
অভিনেত্রী সম্মেলন ক্রিকেটের মাঠে–
এলোমেলো কত কথা, সময়-কাটানো।
খানিকটা অপচয় করার মতন
সময় রয়েছে হাতে, তার ব্যবহার।
মাঝ থেকে হঠাৎ কে বললে: এখন
গরম চা যদি কেউ এক কাপ ক'রে
এনে দিত এ সময়, কী যে ভালো হ'ত।

১.১২.৬৮

মানবতা

মানবতা মরে নাক’, সে চিরদিনের;
সে শাশ্বত; অনির্বাণ দীপশিখা তার
আপন ঐশ্বর্য নিয়ে যুগ হতে যুগে
চলেছে সে; যাত্রা তার অসীমের পথে।

মাঝে মাঝে নেমে আসে কত না আঘাত:
অন্ধকার চারিদিকে, গুপ্ত ঘাতকের
হত্যালিপ্সু সুনিপুণ শাণিত ছুরিকা
হয় তো-বা কিছু ম্লান ক’রে দেয় দ্যুতি;
তবু সে অম্লান থাকে; মরে না, মরে না।

অন্ধকার দূরে যায়; পরাভূত হয়
ঘাতকের তীক্ষ্ণ অস্ত্র; হার মানে যত
অশুভ শক্তির দম্ভ। চির-অনির্বাণ
দীপ্তি নিয়ে সে ভাস্বর আপন গৌরবে।

মানবতা মরে নাক’, সে চিরদিনের।

১৮.১২.৬৮

অতীত স্মৃতি

সে-দিন গিয়েছে চলে—মনে ক্ষোভ জাগে;
কত-না আনন্দ ছিল সেই সে-জীবনে:
দুঃখ ছিল ব্যথা ছিল, তবু অনুরাগে
ভরা ছিল সে-জীবন; কখনও মনে
ছিল নাক’ এই ক্ষোভ, না-পাওয়ার জ্বালা
সে-দিন এমন ক’রে দিত না বেদনা:
যদিও কত-না দুঃখে জীবনের ডালা
ভরা ছিল, ছিল তাতে কত-না বঞ্চনা;
তবুও সে জীবনের মাঝে ছিল আলো,
অমলিত দ্যুতি নিয়ে ছিল চারিধার
ঘিরে; এই জীবনের যত কিছু কালো
নিমেষে মুছিয়ে দিত; সব হতাশার
বেদনা বঞ্চনা দূরে যেত কোথা চ’লে–
সে-জীবন ফিরবে না, ডুবেছে অতলে।

২৬.১২.৬৮

অনেক-আলোর দেশে

অনেক-আলোর দেশে মাঝে মাঝে যাই:
সে-দেশ আলোয় ভরা, সেখানেতে নাই
এতটুকু মলিনতা, একটু আঁধার
নেই তার কোনখানে, আলো চারিধার।

সেখানে আনন্দ শুধু প্রসন্ন জীবন,
ললাটেতে এতটুকু নেইকো কুঞ্চন
কারো, স্নিগ্ধ প্রশান্তির আশীর্বাদ রেখা
চারিধারে ঘিরে আছে–কী দিব্য সে-লেখা।
অদৃশ্য সে লিপিকার রেখে গেছে তার
অঙ্কনের প্রতিভার চিহ্নটি উদার।
সে-দেশ হারিয়ে যায় নিমেষের মাঝে;
ফিরে আসি অন্ধকারে; কী দুঃসহ বাজে
ব্যথা-বেদনার ক্লান্তি, অতৃপ্তির জ্বালা–
আবার নতুন করে যন্ত্রণার পালা।

৩.১.৬৯

আলো নিভে গেলে

কী ভীষণ ভয় পাই আলো নিবে গেলেঃ
মনে হয় এ-আঁধার এই ঘন কালো,
এই কোন ছেদ নেই, নেইকো বিরাম,
চিরদিন থাকবে সে চিরসাথী হয়ে।

গভীর এ-আঁধারের রূপ কী ভীষণ!
এতটুকু আলো নেই, নেই কোনোখানে;
মৃত্যু কি এমনি কালো নিরন্ধ্র এমন?
বুঝি থেমে যায় ওই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস।

হঠাৎ আলোর শিখা জ্বলে ওঠে, দেখি
সে-আঁধার নেই আর, শ্বাসরুদ্ধকারী
সে-ভীষণ অন্ধকার দূরে সরে গেছে;
এখন আলোর খেলা, ভয় নেই আর,
মরণের হাতছানি নজরে পড়ে না।
শোনা যায় জীবনের স্পন্দন আবার।

১০.১.৬৯

মহামরণ

তোমাকে প্রণাম করি হে মহামরণ;
সত্য তুমি কী নির্মম দয়ামায়াহীন,
যখন যেখানে খুশি যাও কোন বাধা
মাননাক’ নিয়ে যাও যে-কোন জীবন।
তোমার এ আসা যাওয়া হিসাবে মেলে না।

বৃদ্ধজনে নিয়ে যাও আয়ু শেষ হলে,
সময় হয়েছে তার, কোন ক্ষোভ নেই;
কিন্তু নব-জাতকের পরে কেন লোভ!
কিশোর তরুণ কেউ পায় না নিষ্কৃতি
তোমার কবল থেকে, নিষ্ঠুর খেয়ালী!

দেখনাক’ একবার কত আঁখিজল
ঝরে, কত শূন্য ঘর দীর্ঘশ্বাস ভরা,
চির উদাসীন তুমি হে মহানির্মম
বুঝি না তোমার রীতি, জানাই প্রণাম।

১১.১.৬৯

পুজো-পুজো খেলা

মাটির পুতুল পুজো নানা আড়ম্বরে:
কত না রঙিন ফুলে সাজিয়ে সে বেদী,
কত আলো, কত সাজ, কত কলরব–
নেই শুধু সে পুজোয় মন্ত্র উচ্চারণ,
যে-মন্ত্রে মৃত্তিকা হবে চিন্ময়ী জননী,
আলোকিত এ ভুবন পদস্পর্শে যার।

বরদাত্রী সে দেবীর করে শুভাশিস্
দুই চোখে স্নেহধারা, সর্ব কামনার
সমাপ্তি সে-দেবী পদে দিয়ে অর্ঘ্যরাজি
দেবীর প্রসন্ন বরে কামনার শেষ।

সে-পূজারী নেই আজ, সেই মন্ত্র নেই,
নেই সেই অন্তরের পূজার্ঘ্য রচনা
এখন কেবল চলে পুজো-পুজো খেলা
মৃত্তিকায় হয়নাক’ প্রতিষ্ঠা প্রাণের।

২১.১.৬৯

কেউ কেউ খুশি

কেউ কেউ খুশি আছে ক্রম বর্ধমান
টাকার অঙ্কের পানে প্রতিদিন চেয়ে;
সে-টাকার আগমন-পথটা কী কালো।
হোক না, সে-কালো দিয়ে টাকার জৌলুস
এতটুকু কমেনাক’, বরং সে-আলো
সব কালো মুছে দেয়। এদিকে ওদিকে
কত কান্না, কত শোক, কত হাহাকার
কত হিংসা হানাহানি, কত রক্তপাত,–
সব কালো মুছে যায়, কী মিষ্টি মধুর
ঝম্ ঝম্ শব্দ সেই অন্ধকার পথে–
আসা সেই রূপোগুলো কত না উজ্জ্বল!
কত তৃপ্তি, কত শান্তি–খুশি খুশি মন
কেউ কেউ? আর সব বিভ্রান্ত চঞ্চল,
চোখে কোন রঙ নেই, ধূসর ধূসর।

২৭.৫.৬৯

মানুষ

জীবনের পথে পথে কত-না আঁধার,
কত ক্লান্তি অবসাদ, কত-না হতাশা,
মরণের হাতছানি—তবু এ মানুষ
চলে সেই পথ ধরে; চলে, পড়ে, ওঠে।
অনেক কাঁটার জ্বালা, অনেক যন্ত্রণা
সয়ে যায়, থামে না সে, সমুখের পানে
নিরলস গতি তার: চলাই জীবন
এই মন্ত্র অবিরাম জপে মনে মনে,
আর সেই মন্ত্র নিয়ে বাধা বিঘ্ন কত
জয় করে চলে আর রেখে যায় লিখে
উজ্জ্বল অক্ষরে তার চলার কাহিনী—
সে-কাহিনী ইতিহাস সত্য মানুষের।
ভাঙা গড়া যত কিছু সব তুচ্ছ ক'রে
ইতিহাস বেঁচে আছে অনশ্বর হয়ে।

৩.৬.৬৯

একটি ব্যঙ্গ কবিতা

এ বলে, আমার দ্যাখ্, ও বলে, আমায়;
এ দিকে যে আমাদের প্রাণগুলো যায়।
বোমা আর ছোরা, লাঠি, ইঁট পাটকেল
প্রতিদিন চারদিকে দ্যাখায় কী খেল্।

আমরা ‘দল’-এর কিছু ধরি নাক ধার,
বুঝিনাক’ রাজনীতি, শুধু বাঁচবার
অধিকারটুকু চাই অতি সাধারণ
দু’বেলা দু’মুঠো খেয়ে এ প্রাণ ধারণ।

চারিদিকে সব কিছু দাম বেড়ে যায়,
প্রাণগুলো শুধু দাম হারিয়েছে হায়!
কোন্ দিক হ’তে এসে লাফিয়ে মরণ
নিয়ে যাবে প্রাণটাকে, নেইকো কারণ।
তারপর....ভাববার আর কিছু নেই।
শহীদ, ফুলের মালা স্থান বেদীতেই।

২৫.৯.৬৯

এখনো অনেক রাত

রাত-জাগা পাখীগুলো ক্লান্ত ডেকে ডেকে:
এখনো অনেক রাত; পূবের আকাশ
ঘন কালো অন্ধকারে ঢেকে আছে, নেই
আলোর আভাস কোনো; রাত শেষ হবে
কবে-যে, জানে না কেউ–প্রতীক্ষা কেবল।

ডাকছে সে পাখীগুলো কী করুণ সুরে!
আঁধারের বুক চিরে তার প্রতিধ্বনি
নিদ্রামগ্ন পৃথিবীর ঘুম ভেঙে যায়
চমকে চমকে ওঠে, অজানা ভয়ের
শিহরণ সাড়া দেহে: কী ঘন আঁধার
চারিধারে! নেই আলো একটু কোথাও–
আঁধার আঁধার শুধু, ভয়ে বুক কাঁপে।

রাত জাগা পাখীগুলো একটানা সুরে
ডেকে চলে। এই রাত শেষ হবে না কি?

১০.৭.৬৯

প্রসন্ন জীবন

এখনো মানুষ দেখি দুই চারিজন,
কোন অভিযোগ নেই। প্রসন্ন জীবন।
হাসে গায় কথা বলে সহজ সরল,
সুখ দুঃখ ভোগ করে হয় না চঞ্চল।
যা পেয়েছে তাই নিয়ে বেশ হাসিমুখ,
সহজে গ্রহণ করে যদি আসে দুখ।
সুখেও উদ্দাম হয়ে ওঠে না কখনো,
সব কিছু সমভাবে মেনে নিতে কোনো
বাধা নেই তার; নেই কোনো অধীরতা,
দিনগুলো জীবনের ভরা সরলতা।
চারিদিকে যেখানেতে নানা অভিযোগ,
কোলাহল, হিংসাদ্বেষ আর দুঃখভোগ;
প্রতিদিন গ'ড়ে তোলা অসংখ্য যন্ত্রণা–
সেখানে এমন প্রাণ কত-না সান্ত্বনা।

২২.২.৭০

বসন্ত এসেছে

শীত শেষ হয়ে গেছে, বসন্ত এসেছে:
কে যেন বললে এসে। ক্যালেণ্ডারের
পানে চেয়ে দেখি, নেই মাঘ মাস লেখা।
ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে কে, রয়েছে ফালগুন।

এসেছে বসন্ত তবে, বাইরে তাকাই
সমারোহ কই ওই কৃষ্ণচূড়া ডালে
সে-রঙের? কোকিল তো ডাকে না কোথাও!
এখনো কুয়াসা-ঘেরা সকালের আলো।

শীতের জড়তা আজো এদিকে ওদিকে,
আমেজ রয়েছে তার, এখনো কাটেনি;
বসন্ত আসেনি তাই; এই শীত-শীত
কুয়াসার অন্ধকারে চারিদিক ঢাকা।

এই জড়তার দিন কাটবে-যে কবে!
বসন্ত আসবে সে কি? কে জানে, কখন!

১৬.২.৭২

দুর্বোধ্য বিস্ময়

অনেক যন্ত্রণা আর অনেক হতাশা
ব্যর্থতার তীব্র জ্বালা কী-যে সুদুঃসহ;
তবুও মনের কোণে কী ক’রে যে আশা
বেঁচে আছে আজো দেখি! পাষাণের বুকে
অশ্বত্থের ছোট এক চারার মতন–
কোথা থেকে রস পায়, কে জানে কে জানে।

কোথাও আলোক নেই শুধু অন্ধকার,
এ দিকে ওদিকে আর সামনে পেছনে;
নিঃসীম সে-অন্ধকারে আতঙ্ক ছড়ানো।
সেই পথে দিন আসে এক একটি ক’রে,
রাত আসে, শেষ হয়; আবার আবার
সে-যন্ত্রণা–তবু মনে সে-আলোর আশা!

সেই আশা কী-যে শক্তি এনে দেয় মনে!
এ এক বিস্ময় বড়ো–দুর্বোধ্য বিস্ময়!

২৯.২.৭০

ভুলতে পারি না

পথে যেতে যেতে দেখলাম এক পাশে
দাঁড়িয়ে রয়েছে চোখ দু'টি ছলোছলো
একটি কিশোর, গায়ে তার ছেঁড়া জামা
পরনে কাপড় মলিন ও তালি মারা।

হাতে নিয়ে এক টিনের কৌটো ছোটো,
ম্লান মুখ তুলে এর পানে ওর পানে
চেয়ে থাকে শুধু, মুখে নেই কোনো কথা–
কত লোক আসে, কত লোক চলে যায়।

সেই পথ থেকে চলে গেছি কত দূরে,
কত কোলাহল, কত আলো, কত রঙ
দেখলাম আর ভুলেও গেলাম সব।
শুধু ছলো ছলো সেই কিশোরের মুখ,
আর তার সেই নীরব চোখের ভাষা,
ভুলতে পারি নি, ভুলতে পারিনি আজো।

১৫.৩.৭০

তবু আমি খুঁজি

সে-হৃদয় কোথা পাই অনুরাগে-ভরা
যার কাছে গেলে সব ক্লান্তি অবসান;
অতৃপ্তির দাহ-জ্বালা যেখানে নিঃশেষ–
সে-জীবন কোথা পাই, কোথায় কোথায়?

এখানে সবাই ব্যস্ত আপন-আপন
গণ্ডী টেনে; সেইখানে শুধুই রিক্ততা;
তার মাঝে নেই স্নিগ্ধ প্রসন্নতা কোনো,
কাছে গেলে আরো ক্লান্তি, অব্যক্ত যন্ত্রণা।

সে-হৃদয় পাব না কি? পাব না, পাব না?
আমার অতৃপ্ত মন তবু খুঁজে ফেরে;
এর পানে ওর পানে চেয়ে চেয়ে দেখে;
কই-সে। কোথায় সেই প্রসন্ন সুন্দর,
যে আমার চির চাওয়া একান্ত আপন–
নেই বুঝি কোনখানে; তবু আমি খুঁজি।

২৩.৩.৭০

এরা রিক্ত বড়ো

এরা-যে পায়নি কিছু–এরা রিক্ত বড়ো:
স্বপ্ন ছিল, সাধ ছিল; প্রখর উত্তাপে
শেষ হয়ে গেছে সব; এখন নিঃস্বতা
চারিদিকে জীবনের; কোথাও সান্ত্বনা
এতটুকু নেই কারো–তাই ধীরে ধীরে
জীবনে বিদ্রোহ নামে, জ্বলে ওঠে শেষে,
জ্বলে ওঠে আর সব জ্বালায় যা কিছু
সমস্ত হারিয়ে ফেলে শুভাশুভ বোধ;
রিক্ততার তীব্র জ্বালা প্রতিশোধ রূপে
দেখা দেয়: আত্মপ্রেম, দেশপ্রেম সব
চিহ্নহীন হয়ে যায়–অভিব্যক্তি তার
দিকে দিকে প্রতিদিন। এই অপমৃত্যু
শেষ কোথা? কবে শেষ? কোন্ মহাপ্রাণ
দেখাবে জীবন-পথ, বাঁচাবে জীবন?

২৬.৫.৭০

পলাতক

জীবনের সাথে জীবিকার নেই যোগ
জীবনটা তাই মনে হয়, দুর্ভোগ।
একদিকে মন, দেহটা অন্য দিকে,
কী-যে দুঃসহ লাগে, সে-কথাটা লিখে
জানাবো কী ক’রে। যন্ত্রণা মনে মনে
সয়ে যাই আর সে-মনের এক কোণে
বাঁধি একখানি ছোট্ট নিভৃত নীড়,
(সেখানে শান্তি স্বস্তি কী সুনিবিড়)
সেই নীড়ে এসে ক্লান্ত এ দেহ মন
অবাধ মুক্তি পায় বুঝি কিছু ক্ষণ।
যদি বল: ভীরু, পলাতক–নিই মেনে,
জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণা টেনে টেনে
বাঁচবার কোনো পথ আর কোথা পাই;
স্বপ্নের মাঝে তাই ক’রে নিই ঠাঁই।

২৯.৫.৭০

কঠিন, ধূসর

রুক্ষ পথ চারিধারে; ক্লান্তি ক্লান্তি শুধু;
দয়া নেই, মায়া নেই; স্নেহ প্রেম প্রীতি
সব শেষ হয়ে গেছে, কী রিক্ত হৃদয়!
কঠিন পাথর সব, এতটুকু রস
নেই, কারো বুকে নেই কোনো অনুভূতি।
দুঃসহ জীবন এলো: অথচ জীবন
কত-না সুন্দর ছিল, কত স্বপ্ন চোখে,
কত আলো, কত গান, কত কলরোল
সে-জীবনখানি ঘিরে; এগিয়ে চলার
কী উৎসাহ প্রতিদিন–আলো অনির্বাণ
চোখের সম্মুখে। হায়, সব শেষ বুঝি।
সব শেষ–কী যন্ত্রণা। যন্ত্রণা আছে কি?
তাও বুঝি নেই আর: কঠিন ধূসর
চারিদিক; নেই, নেই, কিছু নেই আর।

৩১.৫.৭০

তোমাকে

তোমাকে লিখবো চিঠি, ভাবি মনে মনে:
কিছুতেই লেখা আর হয়ে ওঠে না-যে।
সকালে লিখবো ভাবি ঠিক বিকেলেই,
বিকেল এলেই ভাবি, লিখবো সকালে–
এমনি করেই দিন এক একটি করে
কেটে যায়, লেখা আর হয় না তোমাকে।

আসলে, লিখবো কী-যে, সেই কথাটাই
আজো ভেবে পাই নাকো’, তাই আর লেখা
হয় না কিছুই: শুধু ভাবি আর ভাবি–
কিছুই পাই না খুঁজে লেখার মতন,
কিছুই পাই না, তাই ভেবে ভেবে আর
তোমাকে হয় না লেখা, কিছুই হয় না।

লেখার মতন কিছু আজকে জীবনে
আছে কি? বল না, তুমি বল না, বল না।

১৬.৬.৭০

নিঃশব্দ সাধনা

দু’বেলা শ্রমের অন্ন, মাথা গোঁজবার
ছোট একখানি বাসা, বসতি শান্তিতে
প্রিয় পরিজন সাথে—এর বেশি আশা
সাধারণ মানুষের ছিল না, ছিল না।

ব্যর্থ হ’ল সেই আশা কী নির্মমভাবে!
আজকে নৈরাশ্য শুধু যেদিকে তাকাও;
কারো চোখে নেই আলো, কোনো স্বপ্ন সাধ;
ধূসর ধূসর সব—ব্যর্থতা জর্জর।

এই অবক্ষয় হতে বাঁচতেই হবে,
বাঁচাতেই হবে দেশ। নইলে এ-বাঁচা
অর্থহীন গ্লানিময় অস্তিত্ব কেবল।

এ বাঁচার মন্ত্র আজো পায়নি মানুষ।
এই মন্ত্র অন্তরেতে সুপ্ত সবাকার,
নিঃশব্দ সাধনা মাঝে তার জাগরণ।

৯.১.৭২

পাশাপাশি

মানুষের দুঃখ তাপ ব্যাধির যন্ত্রণা
শেষ করে দিতে হবে–এই ব্রত নিয়ে
কী অতন্দ্র সাধনায় মগ্ন হয়ে আছে
দিব্যকান্তি সর্বত্যাগী তপস্যীরা ওই!
অনাহারে অনিদ্রায় কেটে যায় কত
দিন রাত, কোনো দিকে সে ভ্রুক্ষেপ নেই–
মন্ত্র শুধু মানবের মঙ্গল সাধন।

এর সাথে বাস করে এই পৃথিবীতে
আরো একদল জীব নরদেহধারী;
তারা শুধু ধ্বংস করে যা কিছু সুন্দর।
নির্মম নিষ্ঠুর হাতে অসংখ্য জীবন
শেষ করে দেয় তীক্ষ্ণ অস্ত্রের আঘাতে;
রক্তে ভেসে যায় মাটি, চারিদিক ঘিরে
কী করুণ আর্তনাদ–শ্মশান রচনা।

২৩.৫.৭১

নিঃসঙ্গ

নিঃসঙ্গ জীবন কাটে জনতার মাঝে;
প্রতিদিন কত কথা, কত আলোচনা,
সকাল বিকাল সন্ধ্যা বিরামবিহীন–
তবু তার কোন কথা ছোঁয় নাক’ মন।
অর্থহীন মনে হয় শব্দ নিয়ে খেলা–
শুধু শব্দ অগণিত, কোন অর্থ নেই।

মন সে নিঃসঙ্গ থাকে, সেখানে প্রবেশ
করে না কিছুই। এক জনহীন দ্বীপ
সেই মন–খুঁজে ফেরে এ ধারে ওধারে
মনের মতন যদি মেলে কোনখানে
দুই এক জন, আর দু’চারটি কথা–
যে-কথার সুরে মন প্রাণ ভরে ওঠে।

সে-মানুষ নেই বুঝি, নেই কোনোখানে;
এখানে জীবন কাটে নিঃসঙ্গ একাকী।

৫.৬.৭১

আপনজন

আমার আপনজন মানুষের মাঝে
খুঁজে ফিরি বারবার; পাই না, পাই না।
কাছে আসে কত জন, ভাবি মনে মনে
এ আমার আপনার একান্ত আপন।
নিজেকে উজাড় করে দিতে চাই তাকে,
মন খুশি-খুশি হয় সে-বন্ধুকে পেয়ে।

হঠাৎ কখন দেখি, হারিয়ে গিয়েছে
আমার সে চির-চাওয়া মূর্তিখানি আর
নেই সে-বন্ধুর মাঝে; বড় সাধারণ
এ মানুষ; এর কাছে আমার পাওয়ার
কিছু নেই; রিক্ত বড়, কী দেবে আমায়!
অপূর্ণ থেকেই যায় আমার সে-চাওয়া।

আবার আবার খুঁজে ফিরি সে-মানুষ–
আমার আপনজন, একান্ত আপন।

১.৭.৭১

মৃত্যু আসে

মৃত্যু আসে প্রতিদিন যখন তখন,
যাকে খুশি নিয়ে যায়: শিশু বৃদ্ধ যুবা,
জ্ঞানী বা অজ্ঞানী কিংবা ধনী কি নির্ধন,
কিছুই মানে না; তার খুশিমত এসে,
সকালে বিকালে কিংবা সন্ধ্যায় রাত্রিতে
(সর্বত্র স্বচ্ছন্দগতি সেই মহাকাল)
নিয়ে যায় এ-মানুষে, তাকায় না পিছে।
কত কান্না, কত ব্যথা, কত হাহাকার
তার চলে-যাওয়া পথে, ভ্রুক্ষেপ করে না।
নিরাসক্ত কী নির্মম এই খেলা তার
প্রতিদিন! সে-সৃষ্টির ঊষাকাল হ’তে
একই মত আজো চলে, চলবেও বুঝি
চিরদিন এই খেলা, শেষ নেই তার।
ব্যতিক্রম এর কোনো হয়নি, হবে না।

১.৭.৭১

সে কি স্বপ্ন শুধু

মানুষের মন হতে হিংসা ও বিদ্বেষ
কোনদিন যাবে না কি? এই হানাহানি,
প্রতিদিন রক্তপাত আর হাহাকার
চারিদিকে, দীর্ঘশ্বাস আকাশে-বাতাসে–
এর শেষ কবে হবে? কবে এ পৃথিবী
হবে এক স্নিগ্ধ তৃপ্ত শান্তিনিকেতন?
যেখানে আঘাত নেই, মানুষের হাতে
মানুষের এ-লাঞ্ছনা, হিংসা রক্তপাত?
মিলেমিশে এক সাথে যেখানে মানুষ
থাকবে প্রসন্ন মনে হাসি-হাসি মুখ।
স্বল্পে তুষ্ট জীবনের দিনগুলি কেটে
যাবে এই ধরণীর কল্যাণ চিন্তায়।
আর দুটি হাত সদা মগ্ন শুভব্রতে?
সে-দিন কি আসবে না? সে কি স্বপ্ন শুধু?

১.৭.৭১

তাসের প্রাসাদ

যত ভাবি মিথ্যা সব, আসক্তি কেন-যে!
একদিশ শেষ হয়ে যাবে সব কিছু–
এই আলো, এই গান, কত শ্রমে-গড়া
এ সমৃদ্ধি। জীবনের সমস্ত বিভব
মৃত্যু এসে নিমেষেই ভেঙে দিয়ে যাবে
ফেলে রেখে যেতে হবে সঞ্চিত যা কিছু।

তবু তো পারি নে কই নিরাসক্ত হতে।
সুখ পেলে সুখী হই, দুঃখে আঁখি ঝরে;
আনন্দ বেদনা দুই-ই দোলা দেয় মনে।
সেই দোলা থেকে দূরে নিরাসক্ত হ’য়ে
কাটাতে পারি না কই নিষ্কর্ম-জীবন!
মৃত্যুলীলা কী নির্মম দেখি প্রতিদিন,
দেখি, তবু এ মমতা জীবনের ’পরে
গড়ে তুলি কত যত্নে তাসের প্রাসাদ।

২.৭.৭১

মৃত্যু দেখি

মৃত্যু দেখি প্রতিদিন। জীবনের ’পরে
অনুরাগ আকর্ষণ তাই কী গভীর!
মৃত্যুহীন হতে হবে মৃত্যু জয় করে–
প্রচণ্ড সংগ্রাম তাই চলে অহরহ।

গড়ে ওঠে কাব্য কত, নানা শিল্পকলা
সাহিত্য বিজ্ঞান ধর্ম, ভাস্কর্য সঙ্গীত।
অভিনব হাতিয়ার মরণ জয়ের।

যুগে যুগে সেই সৃষ্টি মহামৃত্যুজয়ী
পৃথিবীর চারিধারে শাশ্বত সম্পদ
আপন ঐশ্বর্য নিয়ে দীপ্ত চিরকাল।

মৃত্যু আসে, নিয়ে যায় জীর্ণ দেহখানা,
পারে না নিশ্চিহ্ন করে দিতে অনশ্বর
সেই সব মহৈশ্বর্য; কালজয়ী হয়ে
সে থাকে মৃত্যুকে চির পরাজিত করে।

কেন-যে

কাজ নেই, অবসর; কেউ তো আসে না।
টিক্ টিক্ ঘড়ি চলে; মনের আকাশে
কারো ছবি কোন রঙ, কই তো ভাসে না।
একেবারে সঙ্গীহীন আমি এইখানে।

দেয়ালেতে টিকটিকি ছুটোছুটি করে,
পোকাগুলো টপাটপ ধরে আর খায়;
চেয়ে চেয়ে দেখি আর সময় কী ক'রে
কেটে যায়, কত ক্ষণ কাটলো কে জানে!

হঠাৎ সে ছুটে এলো—কাজের মানুষ
টিকটিকি ভয়ে ভয়ে কোথায় পালালো;
তার সাথে অবসর। ফিরে এলো হুঁস,
এখুনি দৌড়তে হবে অকাজের টানে।

কেন-যে ফুরিয়ে যায় এই অবসর!
মেঘে-ঢাকা আকাশের রঙ কী ধূসর।

২২.৮.৭১

আনন্দ রয়েছে কত

আনন্দ রয়েছে কত এধারে ওধারে;
ওই দূর নীলিমায় দেখি প্রতিদিন,
গাছে গাছে ফুলে ফুলে, পাতার মর্মরে,
পাখীর সুমিষ্ট স্বরে, শিশুর হাসিতে,
ঘাসের কণায় স্নিগ্ধ শিশিরেতে ভেজা
সে-আনন্দ সারা মন করে পুলকিত।

এমনি কত-না তৃপ্তি, খুশির ঝলক
এদিকে ওদিকে আছে ছড়ানো, তাদের
দেখার মতন চোখ, শোনার মতন
দু'টি কান আর সেই গ্রহিষ্ণু হৃদয়
চাই, তবে সে-আনন্দ ধরা দেবে এসে,
যে রয়েছে চারিধারে–তাকে পেতে হবে,
তাকে নিয়ে এ জীবন হবে আনন্দের,
দুঃখশোক জীবনের থাকবে না কিছু।

২৭.৯.৭১

পাখীটা

এখনো পাখীটা আসে কিচ্‌মিচ্‌ করে
ঠিক সে-দিনের মতো, ভোর না হতেই
এসে দরজার পাশে ঠোঁট ঠোকরায়,
ঠোকরায় আর বেশ কিছুক্ষণ ধরে
কিচ্‌মিচ্‌ ক'রে ক'রে দাবিটা জানায়:
বেশি নয়, দু'চারটে দুকরো রুটির
অথবা মুড়ির দানা, কিংবা আর কিছু
অতি সাধারণ খাদ্য, ভাঙা বিস্‌কুট
এমনি দু'চার কণা—এই তার দাবি;
এ পেলেই খুশি বেশ, আর কিছু নয়।

ঝড় নেই, জল নেই, বসন্ত শরৎ,
প্রতিদিনই আসতো সে, এখনও আসে:
আসা তার গাছে ফুল ফোটার মতন,
না এলে কেমন যেন ফাঁকা মনে হয়।

১৫.১১.৭১

এ-যন্ত্রণা

কোথাও পালিয়ে যাই দূরে বহুদূরে–
মাঝে মাঝে মনে হয়। অর্থ খ্যাতি মান
মূল্যহীন যত সব বিলাস ব্যসন।
প্রয়োজন শুধু এক স্নিগ্ধ পরিবেশ:
প্রিয় বন্ধু মনোমত দুই চারি জন,
প্রকৃতির শ্যাম অঙ্গে স্বচ্ছন্দ বিহার;
উপরে আকাশ নীল, মাটিতে প্রান্তর,
পার্শ্বে প্রবাহিত নদী মুখর সঙ্গীতে,
বনচারী পশুপাখী কিছু চারপাশে–
এর মাঝে জীবনের দিনগুলি যদি
কেটে যায়, সেই ভালো; কৃত্রিম জীবন
প্রতিদিন কী যন্ত্রণা দেয় যে দুঃসহ!
এর হাত থেকে আর কোনদিন ত্রাণ–
মিলবে কি? এ যন্ত্রণা সঙ্গী জীবনের।

২৮.১.৭২

চাওয়া-পাওয়া

কিসের আশায় আজো বসে আছি আর
দিন গুনি, বুঝি না তো; তবু যেন মনে
হয়, কিছু চাই আমি; কারো প্রতীক্ষায়
পথ চেয়ে দিন কাটে। কার পথ চেয়ে
বসে আছি? কী আমার প্রার্থিত সম্পদ?

পাওয়ার কিছুই নেই–কিছুতেই মন
ভরে না, পেলেও কিছু আরও আবার
সেই চাওয়া বেড়ে যায়; আর যদি কেউ
আসে, যাকে চাই আমি (চাই কি কাকেও?)
তবু মন বলবে: না, চাই না তো একে।
আমি চাই যাকে, সে তো এলো না, এলো না!

এমনি করেই দিন এক একটি ক'রে
কেটে যাবে, তারপর চাওয়া আর পাওয়া
সব শেষ একদিন-আর কিছু নেই।

২৮.১.৭২

পূজারী

চারিদিকে কত ঝড়! অশান্ত জীবন।
কত অঘটন ঘটে এখানে ওখানে।
তবু তাকে দেখি আমি কী আগ্রহভরে
প্রতিদিন আসে ওই ভাঙা মন্দিরের
সমুখেতে হাতে নিয়ে দু’চারটি ফুল,
ছুঁড়ে দেয় ভক্তিভরে দেবতার পানে,
আর মন্ত্র উচ্চারণ আপনার মনে
ক’রে যায়। শেষ হ’লে আনত প্রণাম
করে বার বার সেই দেবতা-উদ্দেশে।

এমনিই প্রতিদিন দেখি তাকে আমি
একই মতো ব্যতিক্রম হয় না কখনো।
কী বিস্ময় জাগে আর মনে মনে ভাবি:
এ কি শুধু করে চলা অভ্যাসের বশে,
অথবা ও তৃপ্তি পায়, অন্তরে প্রসাদ?

২৮.১.৭২

আকাশের পানে

আকাশের পানে কই চাই না কখনো:
প্রকাণ্ড আকাশখানা মাথার ওপর
রয়েছে, সারাটা দিন মুখ তুলে কই
দেখি না; রাতেও সেই আকাশ অদেখা
থেকে যায়। মাথা তুলে দেখার আগ্রহ
থাকে না, দেখি না তাই। সেদিন হঠাৎ
মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে আকাশের পানে
তাকিয়ে কী অপরূপ রূপ দেখলাম
ওই দূর আকাশের! অজস্র তারায়
ভরা ওই নীলাকাশ—সে রূপ বর্ণনা
করার মতন কই লেখনী আমার!
কেবল দু’চোখ মেলে চেয়ে থাকি শুধু
চেয়ে থাকি আর দেখি, পিপাসা মেটে না—
আমার সমস্ত ঘুম কোথায় হারালো।

২৯.১.৭২

সংশয়

যতই সংশয় জাল ছিন্ন ক'রে ফেলি,
ধীরে ধীরে আবার সে গ্রাস ক'রে ফেলে
আমার আকাশখানি। মুহূর্তে সুনীল
প্রশান্ত সে-আকাশের চারিধার ঘিরে
আসে খণ্ড খণ্ড মেঘ। সুদীর্ঘ দিনের
অল্পে অল্পে গড়ে তোলা সাধনা আমার
ভেঙে পড়ে। কী বেদনা সারা মন ছায়।
আমি মুহ্যমান হই। কত দিন ধ'রে
ভাঙাগড়া এই মতো চলবে। কখনো
পাব না কি সেই শুভ্র সংশয়-অতীত–
সে-জীবন এইখানে? এ মরুভূমিতে?
অনেক দিন-যে গেল। হিসাবের খাতা
ছোট হয়ে আসে, তবু সে স্বপ্ন আমার
রূপ পেল নাক' আজো–পাবে কি কখনো?

১.২.৭২

এ পশুত্ব

পশুত্বকে জয় ক’রে মানুষ হবার
সাধনা, সে কবেকার। সেই সাধনার
সিদ্ধি আজো হল কই? যখন তখন
মানুষের অন্তরের সুপ্ত সে-পশুটি
জেগে ওঠে; আর সেই আদিম যুগের
নখদন্ত বের ক’রে কী নৃশংস রূপে
নিরীহ জনের বুকে অস্ত্রের আঘাত
হানে আর আর্তনাদ শোনে কান পেতে।
কী উল্লাস সে-কীর্তিতে! ন্যায়নীতি বোধ,
শিক্ষা দীক্ষা, সভ্যতার সব আভরণ
নিমেষে মাটির ’পরে লুটায় ধূলিতে
রক্তাপ্লুত মাটির শ্মশান স্তব্ধতা!

এ পশুত্ব জয় করা কোনদিন আর
হবে না কি? কী যন্ত্রণা মনের গভীরে!

১.২.৭২

আসক্তি তবুও

বলেছে মেহের আলি, “সব্ ঝুটা হ্যায়”,
মাঝে মাঝে মনে মনে ভাবি সেই কথা:
ঝুটা হ্যায়, ঝুটা হ্যায়, সব ঝুটা হ্যায়–
কিন্তু কই, জীবনে তো বিরক্তি আসে না।

কত কিছু গড়ে তুলি সকালে বিকালে,
ভেঙে যায় বার বার, তবুও বিরাম
নেই সেই গড়বার; কত যত্ন ক’রে
ভেঙে-পড়া আশাগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে
আবার মালায় গাঁথি; ‘সব্ ঝুটা হ্যায়’
মন থেকে একেবারে দূরে সরে যায়।
মেহের আলির মত আমি তো তেমন
জোর করে সেই কথা বলতে পারি না।
বলি বটে মাঝে মাঝে বড় ক্ষীণ-স্বরে,
বলি, তবু জীবনকে আঁকড়িয়ে থাকি।

১৮.২.৭২

বসন্তোৎসব

রঙ কই, কালি শুধু—রুচির বিকৃতি;
আর তার সাথে সাথে উচ্চ কোলাহল:
গান নয়, কান দুটো ঝালাপালা করে;
দ্বার রুদ্ধ ক'রে দিয়ে কিছুটা-বা রুখি।

হায় রে বসন্তোৎসব! কোথা সেই দিন
আবির কুঙ্কুমে রাঙা রঙে চারিধার
কী মিষ্টি গানের সুর, রাধাকৃষ্ণলীলা—
সঙ্কীর্তন পথে পথে আনন্দ-উচ্ছল।

সে সব অতীত কথা, তবু মনে জাগে;
আসবে না আর ফিরে সেই দিনগুলি;
কালি আর কোলাহলে এখন ফাল্গুন
উচ্চকিত—কী ব্যথা যে জাগে মনে মনে!

ব্যথিত মনের কোণে শুধু স্মৃতিটুকু
সেদিনের—কিছু বুঝি সান্ত্বনা-প্রলেপ।

২১.২.৭২

সুখ

কতটুকু প্রয়োজন আমাদের, তবু
কেন সুখী হতে কেউ পারি না, পারি না!
‘নেই’ ‘নেই’, বলে শুধু চিৎকার করি,
গড়ে তুলি এ জীবনে হাহাকার যত।

কেন এই অসন্তোষ, হতাশার জ্বালা!
আসলে জানি না কেউ কী-যে প্রয়োজন,
কী পেলে আমরা খুশি। এটা ওটা চাই;
প্রতিদিন এ-চাওয়ার বেদনায় মন
ভারাতুর হয়ে ওঠে—জীবন দুর্বহ।

এই অ-সুখের হাত থেকে কোনদিন
নিস্তার পাব না কেউ, যদি-না কখনো
সত্যিকার পথ খুঁজি সুখী জীবনের—
সে-পথ পেতেও পারি, সত্যি যদি চাই।

৩.৫.৭২

প্রথম বর্ষণ

অনেক আগুন-ঝরা শেষ ক’রে দিয়ে
এবার নামলো জল ঝম্ ঝম্ ঝম্;
কী মিষ্টি যে সেই শব্দ–মন কেড়ে নেয়।
পরিতৃপ্ত দুটি চোখ, স্নিগ্ধ শ্যামলের
ছোঁয়া যেন চোখ-ভরা–আরাম, আরাম।
ঝম্ ঝম্ জল ঝরে, নেই সেই তাপ,
সেই স্বেদঝরা দিন, অস্বস্তির রাত
শেষ হল। মেঘে মেঘে সারাটি আকাশ
ছেয়ে গেছে। তীক্ষ্ণ দৃপ্ত সে ভ্রুভঙ্গিমা
নেই আর তপনের; পলাতক বুঝি
হার মেনে লুকিয়েছে। দুর্দান্ত প্রতাপ
কোথা গেল। ঝম্ ঝম্ জল ঝরে শুধু;
সেই শব্দ কী মধুর! নেইকো তুলনা–
সারা মন, সারা দেহ তৃপ্ত স্নিগ্ধতায়।

২৪.৫.৭২

ক্লান্ত কাকগুলো

কাকগুলো ক্লান্ত হয়ে ফিরে যায় নীড়ে।
কী করুণ স্বর তার: সারাটি আকাশ
সেই স্বরে ভ'রে ওঠে; ভেসে ভেসে আসে
সে করুণ ক্লান্তধ্বনি আমার নির্জনে।
আমার সমস্ত মন হাহাকার ক'রে
ওঠে সেই স্বর শুনে: কী নিঃসীম ব্যথা
ঘনায় যে বুঝি না সে কেন কী কারণে।
কী যেন হারিয়ে গেছে পাব নাক' আর;
আকাশে আকাশে শুধু খুঁজে খুঁজে ফিরি।
সারাটি আকাশ ভরা সে-কান্না আমার
ও-করুণ ক্লান্ত স্বরে মিশে একাকার
হয়ে যায়। এ মাটির বুক থেকে দূরে
ওই আকাশের বুকে আমিও বেড়াই
খুঁজে খুঁজে। কাকে খুঁজি? কিছু তো জানি না।

২৮.৫.৭২

ঘরে ফেরা

মনে হয়, মাঝে মাঝে ঘরে ফিরে যাই,
সেখানে বিশ্রাম নিই বেশ কিছু কাল:
নিঃশব্দে আরামে চেয়ে আকাশের পানে,
আর ঘাস-ভরা পথে সকালে সন্ধ্যায়
হেঁটে হেঁটে মৃদু-সুরে গান গেয়ে গেয়ে;
কখনো-বা ফুল তুলে এধারে ওধারে,
সুবাস-ছড়ানো সেই ফুল সাথে নিয়ে
চলে যাই বহুদূরে পিছনের পানে–
অনেক অনেক দূর–যেখানে আমার
বাসা ছিল একদিন, আশা ছিল কত।
সেই ভালবাসা আর আশা-দিয়ে-ঘেরা
সে-জীবন কোথায়-যে হারালো! সে ঘর
মিলবে কি কোনদিন, কোনদিন আর?
সে-ঘর হারিয়ে গেছে, গেছে একেবারে।

২৮.৫.৭২

দুঃখের অধিকার

আমার দুঃখের ভাগ দেব আমি কাকে?
যার পানে চাই, দেখি: আপন আপন
দুঃখ নিয়ে জর্জরিত—সবাই সবাই।
হাসে বটে, কথা বলে, কাজ ক'রে যায়,
প্রতিদিন একই মতো; মনের গহনে
সবারই বেদনা আছে, দুঃখের জ্বালায়
দগ্ধ হয়; সে দুঃখের সান্ত্বনা কোথায়?

আপন আপন দুঃখে ভরা যে সবাই,
আমার দুঃখের ভাগ দেব কাকে বল?
কিছু হাসি, কিছু গান যদি দিতে পারি,
দেব তাই; বেদনায় কিছুটা সান্ত্বনা
পাবে সেই হাসি-গানে—নয়, দুঃখ নয়।
সে থাক একান্ত-হয়ে আমার আপন
সে-ধনের অধিকার দেব না কাকেও।

৩০.৫.৭২

একমুঠো সাদা ফুল

একমুঠো সাদা ফুল তুষারের মতো,
কী মিষ্টি সুগন্ধ তার–দিয়ে গেল এসে
সেদিন কিশোর এক সকাল বেলায়;
সারা ঘর ভরে গেল ফুলের সুবাসে–
যত্ন করে রেখে দিই টেবিলের ’পরে।

সকাল পেরিয়ে গেল; কত-না কাজের
মাঝে মন যুক্ত হল, সাথে হাত দুটো।
কত জন এর মাঝে একে একে এল,
কত কথা বিনিময়–চলে গেল তারা।

আবার আবার কাজ; সেই ফুলগুলো
এক পাশে রয়ে গেল, সারা ঘর ভ’রে
নিঃশব্দ ঐশ্বর্য তার; কাজের মাঝেও
কেমন উদাস করে দিল সারা মন
কী যেন পেয়েও বুঝি পায় না সে খুঁজে।

৪.৬.৭২

এই চলা

চারিদিকে কত ঝড়, কত-না আঁধার;
পথ ভুল হয়ে যায় বারবার, তবু
আমি চলি একমনে চলার নেশায়:
বেশ লাগে এই ধুলো, এ বন্ধুর পথ।

এই ঘন কালো রাত্রি, কখনো-বা আলো,
কখনো নির্জন বড়ো, কখনো পথিক
দুই চারিজন পথে–অচেনা সবাই
চলেছে সে পথ ধ'রে আমারই মতন।

এই চলা বেশ লাগে, মাঝে মাঝে থামা,
আবার আবার চলা–শেষ কোথা তার
জানি না, শুধুই চলি; চলি আর থামি:
এমনি করেই বুঝি একদিন শেষে
এ-পথের প্রান্তে এসে চলা শেষ হবে,
দেখা পাব প্রসন্ন সে তীর্থদেবতার।

১৬.৬.৭২

আমি আছি

সেই সব দিনগুলো কোথা যে হারালো।
খুশি-খুশি সেই মন কোনখানে নেই;
নেই সেই সে-দিনের হাসি-হাসি মুখ
এদিকে ওদিকে; সব হারিয়ে গিয়েছে।

কী বিষণ্ণ চারিধার। আজকে জীবন
টেনে-টেনে চলা এক যন্ত্রণা কেবল।
সকাল বিকাল সন্ধ্যা—কোন রঙ নেই,
একটি একটি ক'রে শেষ ক'রে দে'য়া।

শিউলি ফুলের গন্ধ কোথা থেকে এলো
হঠাৎ এ-জীবনের মাঝে—কী বিস্ময়!
জীবনের সব বোঝা একটি নিমেষে
নেমে গেল, সারা মন খুশিতে উচ্ছল।

'আমি আছি', 'আমি আছি', 'আমি বেঁচে আছি'—
আলোড়ন স্থলে জলে আকাশে বাতাসে।

২৩.৮.৭২

সে আচার্য কোথা

কোথা সে শিক্ষক কই? পাণ্ডিত্য সম্বল
নয় শুধু; আচার্যের আসনে আসীন
সমগ্র জীবন যার জ্ঞান গরিমায়
শ্রদ্ধায় বিনয়ে স্নিগ্ধ জীবন চর্যায়
দূর ক'রে জীবনের সর্ব অমঙ্গল
পূত দীপশিখা সম এনে দেয় প্রাণে
অমৃত আনন্দময় ভূমার প্রসাদ,
ক'রে তোলে এ-জীবন দীপ্ত দীপাধার?

সে-আচার্য একদিন ছিল এ ভারতে,
বিরল বসন তবু উন্নত ললাট;
মহৈশ্বর্যে গরীয়ান প্রসন্ন সতত।
সে-দরিদ্র আচার্যের পদতলে এসে
লুটাতো সবাই—রাজা প্রজা শ্রদ্ধভরে:
সে-আচার্য পদে করি সশ্রদ্ধ প্রণাম।

৫.৯.৭২

মাঝে মাঝে

জীবনটা মাঝে মাঝে মিথ্যা মনে হয়:
অর্থহীন এই বাঁচা, এই কাজ করা,
এই প্রেম, ভালবাসা, এই ঘর বাঁধা,
কত যত্ন, কত চেষ্টা সে-ঘর সাজাতে।
সেই ঘরে হাসিকান্না, আলো ও আঁধার
আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব; নানা স্বপ্ন দেখা
অজানা সে ভবিষ্যের—সব অর্থহীন।

জীবনের পরিণতি দেখি প্রতিদিন
শ্মশানের ধারে বাসা বেঁধে চেয়ে দেখি,
কত স্বপ্ন সাধ সব ফেলে রেখে দিয়ে
চলে যায় এ-মানুষ; কোন আকর্ষণে
মৃত্তিকার পারে নাক বেঁধে রেখে দিতে;
ছেড়ে যেতে হয় সব যখন তখন:
এই সব চিন্তা মনে জাগে মাঝে মাঝে।

১২.৯.৭২

পথিক

চলেছে আপন মনে জীবন পথিক:
ভুলে গেছে কবে তার এই চলা সুরু,
কবে শেষ হবে চলা—তাও জানা নেই;
সে শুধু সমুখ পানে চলে আর চলে।

দিন আসে, দিন যায়, মাস বর্ষ গত;
ষড় ঋতু আসে তার নানা রূপ ধরে,
সে দেখে বিহ্বল হয়। কখনো মন্থর
হয়ে যায় গতি তার। আবার আবার
দ্রুততর চলে পথে; সমুখের পথ
হাতছানি দেয়, চলে পরম উৎসাহে।

এমনি করেই তার চলা আর চলা
সারাটি জীবন ধরে, কোথা তার শেষ,
কবে শেষ—কিছু তার জানা নেই, শুধু
চলে সে আপন মনে জীবন পথিক।

১৮.৯.৭২

রিক্ততা

মনের ঐশ্বর্য সব দূর হয়ে গেলে
দেহটাকে নানা রঙে নানা আভরণে
সাজাবার চেষ্টা দেখি। বহিরঙ্গ শোভা
মনের সে-রিক্ততাকে ঢাকা দিতে চায়।
পারে কি সে? পারে না তো; দিনে দিনে শুধু
আয়োজন বেড়ে চলে; চোখ-ঝলসানো
কত-না পোষাক, কত মহার্ঘ্য ভূষণ
ব্যঙ্গ করে প্রতিদিন দেহটাকে ঘিরে।

কিন্তু এই দৈন্য ভার ছিল না ভারতে
সে-প্রাচীন কালে সেই বিরল বসন
ঐশ্বর্যের অধিকারী সাধকজীবনে।
নানা মণিমুক্ত দিয়ে ভরা ছিল মন;
প্রয়োজনবোধ তারা করেনি কখনো
তুচ্ছ আভরণ দিয়ে দেহটা সাজাতে।

২৯.৯.৭২

তবু অন্ধকার

কত না মহৎ প্রাণ এই পৃথিবীতে
এসেছিল; আজো আছে এদেশে ওদেশে;
কী মহান ঐশ্বর্যের অধিকারী তারা।
দিয়ে গেছে সে ঐশ্বর্য অকৃপণ হয়ে,
দ্যুতি তার অনশ্বর চির অমলিন।
তবু তো এ পৃথিবীর ঘোচে না আঁধার।

কত কালো চারিদিকে, কত মলিনতা
কত মন হিংসাভরা, বিদ্বেষজর্জর।
নিত্য অঘটন ঘটে এখানে ওখানে
মনে হয়, এ পৃথিবী শ্বাপদ সঙ্কুল
বুঝি-বা অরণ্য এক। অথবা চরম
দারিদ্র্যের পীঠস্থান অন্ধকারময়।

মহা জীবনের আসা ব্যর্থ হয়ে যায়,
মূল্যহীন মহামূল্য সে ঐশ্বর্যরাশি।

২৯.৯.৭২

ছোট আশা

অনেক আশায় আমি বাঁধিনিক’ ঘর
ছোট ছোট সুখ দুঃখ হাসিকান্না নিয়ে
কেটে যাবে জীবনের গোনা দিনগুলি
পড়বে না ললাটেতে কোনও কুঞ্চন
বেদনার বঞ্চনার অপ্রসন্নতার–
এই শুধু আশা ছিল অতি সাধারণ।
সে-জীবন কেউ দেখি চায় না এখানে।

প্রতিদিন জীবনের চারিদিক ঘিরে
কত জটিলতা সৃষ্টি, সঙ্কীর্ণ পরিধি
গ’ড়ে তুলে অকারণ তার মধ্যে শুধু;
কী যন্ত্রণা সে-জীবনে–তবু এই নিয়ে
খুশি বুঝি এরা সব; শ্বাস রুদ্ধ ক’রে
থামি আমি। ছোট আশা অপূর্ণই থাকে:
দিনগুলি কেটে যায় হতাশার মাঝে।

৪.১০.৭২

দীনতা

না দিলে মেলে না কিছু; শুধু হাত পেতে
নেব আর না পেলেই নানা অভিযোগ
এ কেমন ক’রে হয়। চাওয়া আর পাওয়া
এ দুয়ের মাঝে চাই অবশ্য সমতা।

চাইবার অধিকার তখনি জন্মায়
যখন দেবার মত; বিনিময়ে তার
সামর্থ্য যোগ্যতা থাকে; সে ক্ষমতা নেই
যার, তার অধিকার কোথায় পাবার?

পেতে গেলে দিতে হবে–এ সহজ কথা
না বুঝে, অথবা বুঝে চুপ ক’রে থেকে
ভিখারীর মত শুধু হাত পেতে পেতে
চাওয়া আর অভিযোগ–কেন এ দীনতা!

মানুষের পরিচয় যোগ্যতার মাঝে,
সে-যোগ্যতা অর্জনের চাই অঙ্গীকার।

৫.১০.৭২

কালিমাখা ঘরে

কালিমাখা ঘরে বসে নিষ্কলঙ্ক থাকা
কী কঠিন সাধনা যে। দুঃসাধ্য সাধনা।
যতই করি না মনে, মাখবো না কালি,
কী আমার প্রয়োজন; অল্পে খুশি হয়ে
কাটাবো জীবনখানি নিঃশব্দে একাকী:
ভেসে যায় সে সঙ্কল্প; চারিদিক থেকে
কত-না কালির ছাপ লাগে সারা গায়।

এ-কালির দাগ আমি চাইনি কখনো–
তবু লাগে নড়াচড়া করতে গেলেই।
নিরুপায় হয়ে সেই কালি মাখা গায়ে
বলি, “তুমি, হে আমার জীবনদেবতা,
জানো ভালো এ আমার মনের খবর;
কী যন্ত্রণা পাই এই কালি মেখে গায়–
অসহায় আমি বড়, সহি সে যন্ত্রণা।

৬.১০.৭২

শারদীয়া বরষা

কালো মেঘ ছেয়ে গেছে সারাটি আকাশ;
ঝম্ ঝম্ জল ঝরে, কী ঠাণ্ডা বাতাস
বয়ে যায় এলোমেলো; শরতের আলো
কোথাও পাই না খুঁজে, কোথায় হারালো!

বরষা এলো কি ফিরে আবার আবার
সেই জল ভরা দিন, সে ঘন আঁধার,
দিনরাত ঝম ঝম্ ঝির ঝির জল,
নেইকো বিরাম শুধু ঝরে অবিরল।

শরতের সে-আকাশ, সোনা ঝরা দিন
কোথায় হারিয়ে গেল, সে মিষ্টি রঙিন
মন খুশি খুশি, আলো বাইরে ও মনে!
এ কোন বরষা এলো অকাল বোধনে!

বরষার গান ভাল লাগে বরষায়,
এ গান শরতে যেন বেদনা ঝরায়।

৮.১০.৭২

অকারণ

যত দেখি, এ বিস্ময় ঘোচে না, ঘোচে না!
কী দুঃখে যে মানুষের দিনগুলো কাটে!
এতটুকু নেই আলো, আঁধারের মাঝে
সকাল-বিকাল-সন্ধ্যা এক একটি ক’রে
কেটে যায়, তার মাঝে নেই জীবনের
কোন চিহ্ন—সে জীবন অমৃত জীবন।

শুধু বেঁচে থাকা, এই প্রসারতা কোনো,
নেই দীপ্তি আচরণে চিন্তা-ভাবনায়;
এ জীবন অর্থহীন: বিন্দুমাত্র তবু
নেই দুঃখ বোধ, নেই ক্লান্তি এতটুকু—
বেশ আছে। এই সব মানুষগুলোর
পানে চেয়ে কী বিস্ময় জাগে প্রতিদিন।
এদের যন্ত্রণা নেই হয়তো-বা কিছু,
আমি বুঝি অকারণ দুঃখ পাই মনে।

১২.১০.৭২

উৎসব

উৎসব মুক্তির দিন: সমস্ত বন্ধন
ছিন্ন করে মেলে এক প্রশস্ত প্রাঙ্গনে
দীর্ঘ শৃঙ্খলিত যত মানবকদল।
ভুলে যায় শৃঙ্খলের সকল যন্ত্রণা
কী এক আলোক মন্ত্রে। সমস্ত আঁধার
দূরে সরে যায়; সুপ্ত আপন সত্তাকে
ফিরে পায় উৎসবের উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে।

বন্ধন কোথাও নেই এ অঙ্গন তলে;
সীমাহীন নীলাকাশ মাথার উপরে,
নিম্নে প্রসারিত ক্ষেত্র অসীম উদার,
সর্বভেদ-বিরহিত অসংখ্য জীবন
সে বিস্তীর্ণ তীর্থক্ষেত্রে মহামিলনের;

এ প্রাঙ্গনে চিত্ত মুক্ত স্বাধীন স্বরাট
দিব্য আলোকের পূত স্পর্শে উদ্‌ভাসিত।

১৪.১০.৭২

কিছু নির্জনতা

এতটুকু নির্জনতা পাইনে কোথাও:
চারিদিকে কোলাহল, শব্দের যন্ত্রণা।
একটি নির্জন কোণ, স্নিগ্ধ পরিবেশ
পাইনে কোথাও–তবু খুঁজে খুঁজে ফিরি।

এত কথা কী-যে বলে এরা প্রতিদিন।
কিছুই বুঝি না, শুধু শব্দের ঝন্‌ঝনা
অর্থহীন ক্লান্তিকর; হয়তো ওদের
কাছে সেই শব্দ কিছু অর্থ বয়ে আনে।

কিংবা তারা ভালবাসে এই অর্থহীন
ক্লান্তিকর শব্দ নিয়ে খেলতে নিয়ত;
এর মাঝে পায় কিছু আনন্দ বুঝি-বা!

আমি যে বুঝি না, আমি ক্লান্ত শুনে শুনে;
তাই মন খুঁজে ফেরে কিছু নির্জনতা
যেখানে নেইকো এই শব্দের যন্ত্রণা।

১৫.১০.৭২

একটি পূজা

চোখ-ঝলসানো আলো, দুর্বোধ্য শব্দের
কোলাহল, শোভা-যাত্রা বিচিত্র রঙের,
জীবনের উচ্ছলতা অস্থির উদ্দাম
কিন্তু নেই সেইখানে; মৃন্ময়ী প্রতিমা
অতি সাধারণ বেশে, তার চারপাশে
দরিদ্র কয়েকজন প্রায় শব্দহীন;
আর সেই মতো কিছু পূজা আয়োজন।

অথচ কী মনোরম সেই পরিবেশ
সমস্ত বাহুল্যমুক্ত সেই দরিদ্রতা
ভেদ ক'রে কী প্রসন্ন, জীবনের রূপ
দেখলাম অনিমেষে দু'টি চোখ ভরে।

অপরূপ অনবদ্য–সেই সুন্দরের
প্রকাশ ভাষার মাঝে হয় না কখনো:
শুধু দেখা, অনুভব মনের গহনে।

১৬.১০.৭২

অপরাজেয়

এই সব অন্ধকার, অপশক্তি যত
থাকবেই চারিধারে, আর বারংবার
বাধা দেবে প্রাণপণে এগিয়ে চলার
পথে পথে। নিরাশার হতাশার জাল
ফেলে পথ ঢেকে দেবে। পদে পদে ভ্রান্তি
আর নানা উপসর্গ তার সাথে এসে
সমস্ত সঙ্কল্পচ্যুত ক’রে দেয় তাকে।

তবু সব ছিন্ন করে আন্তর আলোয়
উদ্‌ভাসিত করে পথ উর্ধ্বপানে চেয়ে
জানাবে স্রষ্টার কাছে আপন মনের
গভীর অভীপ্সা যত, আর সাথে নিয়ে
আশীর্বাদ সে-উর্ধ্বের চলবে নির্ভয়ে
অজানা সম্মুখ পথে দৃপ্ত পদক্ষেপে,
বিজয়ীর বরমাল্য নেবে স্মিত মুখে।

২২.১০.৭২

দর্শক হতেই হবে

দর্শক হতেই হবে–অভিনেতা নয়।
হেসে কেঁদে ফিরে আসা দূর থেকে দেখে,
তারপর ঘরে ফিরে সব ভুলে যাওয়া:
তা না হ’লে এ জীবন হবেই দুঃসহ।

আনন্দ অথবা দুঃখে অভিভূত হ’লে
জীবন দুর্বহ হবে; আনন্দের শেষে
আসবেই দুঃখ সে তো–সে দুঃখ বহন
করা কী কঠিন! আর দুঃখ যদি জয়ী
হয়, তবে এ জীবনে এগিয়ে চলার
সমস্ত প্রয়াস স্তব্ধ; জীবন-মৃত্যুর
ভেদাভেদ লুপ্ত ক’রে, অর্থহীন ক’রে
দেবে এই বেঁচে থাকা–দুঃসহ যন্ত্রণা।

সুখ দুঃখ এ দুয়ের হাত থেকে বাঁচা–
দর্শক হয়েই থাকা–অভিনেতা নয়।

২৬.১০.৭২

আলোর প্রতিষ্ঠা চাই

তবুও আলোই চাইবো—অন্ধকার নয়।
অনেক ঐশ্বর্য আছে অন্ধকারে: এই
প্রলোভন জয় ক’রে দুঃখের কঠিন
পথ বেয়ে আলোকের স্বপ্ন বুকে নিয়ে
চলবো প্রশান্ত চিত্তে: “আলো চাই, আলো,”
এই মন্ত্র জপ ক’রে দিনের বেদনা
ভুলে গিয়ে একমনে চলবো সমুখে।

মানুষের সাধনা-যে অন্ধকার জয়
জ্যোতির্ময় আলোকের দেশে উত্তরণ।
সেই সাধনার পথে বাধা বিঘ্ন কত,
কত অপশক্তি, কত ‘মারে’র উৎপাত–
সব জয় করে নিয়ে তীব্র তপস্যায়
আলোক পথের যাত্রী হতেই যে হবে:
আলোর প্রতিষ্ঠা চাই মানব জীবনে।

১০.১১.৭২

ক্ষণচিন্তা

শেষ কথা যদি মৃত্যু, তবে অকারণ
বাঁচবার কেন এই অনর্থ প্রয়াস।
আজ হোক, কাল হোক, একদিন সে তো
অতর্কিতে আসবেই; সব ফেলে রেখে
যেতে হবে—এই সব প্রিয় পরিজন
কত কষ্টে গড়া এই জীবন-ভোগের
নানা আয়োজন আর আগামী দিনের
সুমধুর স্বপ্ন দেখা—কিছুই থাকবে না।
নিয়ে যাবে, শুনবে না কোনো অভিযোগ,
আবেদন নিবেদন, অনুনয় কোনো:

এই যদি সত্য হয়, তবে কেন মিছে
এত সব আয়োজন, এত আড়ম্বরে
গড়ে তোলা তিলে তিলে অসংখ্য সম্পদ
জীবন রাঙিয়ে তোলা নানা রঙ দিয়ে।

১১.১২.৭২

মায়া

জীবন এগিয়ে চলে: আয়ুর সঞ্চয়
কমে আসে; তবু নিত্য নব নব আশা
এই মনে। এতটুকু মৃত্যুভীতি কই
জাগে না তো! প্রতিদিন নূতন নূতন
সৃজনের কত শত বিচিত্র প্রয়াস।

চেনা জানা কত জন এক এক ক’রে
চলে যায় এ পারের হিসাব মিটিয়ে
প্রতিদিন; চিতা জ্বলে শ্মশানের বুকে;
কত কান্না চারিদিকে, কত হা-হুতাশ,
কিছুটা বিষণ্ণ ক’রে তোলে এই মন।

তারপর কখন যে আবার এ মন
নূতন সৃজন কর্মে নিয়োজিত করে
নিজেকে—কোথায় থাকে মৃত্যুর ভাবনা!
একেই কি মায়া বলে? কে জানে, বুঝি না।

১১.১২.৭২

একটি কিশোর

একটি কিশোর এলো সম্মুখে আমার:
(হাতে কোন কাজ নেই, বসে আছি একা,
চারিদিক শব্দহীন, নিস্তব্ধ নির্জন)
কী সুন্দর মূর্তি তার নিষ্পাপ নির্মল!
উন্নত ললাট শুভ্র মসৃণ ভাস্বর;
প্রতিমূর্তি সুন্দরের যেন সে কিশোর।
চেয়ে চেয়ে দেখলাম নিষ্পলক আঁখি,
সারা মন ছেয়ে গেল কী প্রসন্নতায়।

কোথা থেকে এলো এই কিশোর দেবতা!
কোথাকার অধিবাসী? (মনের গোপনে
একটি নিভৃত তারে যেন বেদনার
করুণ রাগিনী সেই আনন্দের সাথে)
সে বললে স্মিত মুখে: চেনো না আমাকে?
আমি যে তোমার সেই বিগত অতীত।

১৫.১২.৭২

কেন?

জীবনে বিতৃষ্ণ হ'ল কেন এই সব
তরুণেরা? যে-জীবন পৃথিবীর পানে
চেয়ে চেয়ে মুগ্ধ হয়, যা কিছু সুন্দর
চারিধারে, তাই দেখে, আর সৃষ্টি করে
মনে মনে সে-সুন্দরে; যার ছোঁয়া লেগে
বেজে ওঠে সুপ্ত যত অকথিত গান
অন্তরের, জেগে ওঠে সৌন্দর্য প্রতিমা,
আর সেই স্নিগ্ধ আলো দেয় জনে জনে।
সে-সুন্দরে পেলনাক' কেন এরা? কেন?
এ এক বিস্ময় বড়। সেই সে পৃথিবী
আজো তো তেমনি আছে; সেই রূপ রঙ,
সেই মিষ্টি গন্ধে ভরা কুসুম কাননে,
সেই গান বিহঙ্গের, নদীর ধারায়
সে-সঙ্গীত—তবে কেন যৌবনে রিক্ততা!

১৫.১২.৭২

সাগর সঙ্গমে

সব নদী মেলে সেই সাগরের বুকে:
নানা পথ ধরে আসে বন্ধুর মসৃণ,
কোথাও বা জনপদ, কত কোলাহল,
কোথাও নির্জন বড় জন প্রাণীহীন–
চলে তারা পূর্ণ বেগে: বাধায় মন্থর
সে-গতি কখনো হয়, তবু নিরলস
চলে এক লক্ষ্য নিয়ে–সাগর সঙ্গমে
সাগরের বুকে ঠাঁই–পরম আশ্রয়।

আমরাও চলেছি তো সেই পরমের
পায়ে লীন হয়ে যেতে নানা পথ ধ'রে;
সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, বিরহ মিলন,
সব খেলা সাঙ্গ ক'রে আগে কিংবা পরে
সেই সে একের পানে–যেখানে আশ্রয়
একান্তে পরমা শক্তি–পূর্ণ নির্ভাবনা।

৪.৩.৭৩

পাঠাগার

অজস্র মনীষাদীপ্ত মানুষ এখানে
পাশাপাশি বাস করে, দেশ কাল পাত্র
ব্যবধান রচেনিক’ তাহাদের মাঝে–
আলোকবর্তিকাবাহী তারা চিরদিন।

যখনি তাদের কাছে আসি, আমি পাই
কী আনন্দ অনাবিল; কলকোলাহল
বাহিরের সব স্তব্ধ; আমি নম্রশির
ছাত্র এক অগণিত আচার্যের কাছে।

দু’টি হাত ভ’রে নিই অজস্র ধারায়
তাদের সে অপর্যাপ্ত ঐশ্বর্যের রাশি;
আমাদের সমস্ত দৈন্য নিমেষে নিঃশেষ
তাদের সান্নিধ্যে এসে। পাথেয় সঞ্চয়
ক’রে নিই শব্দহীন এ মহা আলয়ে।
ঋণী আমি–এ স্বীকৃতি জানাই সম্ভ্রমে।

৫.৪.৭৩

মাটিতে চলেই

কল্পনা বিলাসী আমি নই একেবারে:
মাটিতে পা ফেলে ফেলে চলি প্রতিদিন।
ধুলো লাগে সারা গায়ে, ঝেড়ে ফেলে দিই;
আবার আবার লাগে; কিন্তু সেই ধুলো
শেষ কথা জীবনের—এ কথা মানি না।

চলার পথের ধারে দেখি ফুল ফোটা
গাছে গাছে; সেই ফুল তুলে তার ঘ্রাণ
নিই আমি, সে আমায় তৃপ্তি দেয় কী-যে!

একে কি বিলাস বলে? বল দেখি তুমি?
এও তো ধুলোর মত সত্য; এই ধুলো
আর সাথে সাথে নানা রঙ ফুল
রয়েছে—সে কথা আমি কী করে যে ভুলি!

কল্পনা বিলাসী তুমি বলো না আমাকে,
মাটিতে চলেই আমি ফুল খুঁজে নিই।

১৪.৪.৭৩

স্মৃতি

জীবনের শেষ কথা মৃত্যু নয়, নয়:
কবে সে গিয়েছে চলে, কতদিন হল,
আর ফিরে আসবে না, জানি, কোনদিন
তবু তার কথাগুলো মনে প’ড়ে যায়
মাঝে মাঝে অবসরে–কী ভালো যে লাগে!
মনে হয়, হারায়নি, সে আছে এখনো,
এখানে আমার কাছে, আর হেসে হেসে
কত কথা বলছে সে, যেমন সে-দিন
বলতো দু’হাত নেড়ে, মুখে মৃদু হাসি–
সে হাসি ছড়িয়ে যেত সারা দেহে মনে।
কাছে পেয়ে, কথা শুনে, তাকে কই মনে
হয় না তো ‘নেই’, সে-যে রয়েছে এখনো
মৃত্যুজিৎ হয়ে, আর থাকবেও; তার
মৃত্যু নেই–স্মৃতি জয়ী মরণের ’পরে।

৩০.৪.৭৩

রঙিন সে-ফুলগুলো

রঙিন সে-ফুলগুলো পাঁচিলের ধারে
ফুটে আছে, রোজ দেখি, কী-যে ভালো লাগে!
এক মুঠো তাজা ফুল সাজিয়ে রেখেছে
কে যেন সুন্দর ক'রে; অবিন্যস্ত তবু
কী মিষ্টি যে লাগে চোখে! গন্ধ কিছু তার
আছে কি? জানি না; তার স্নিগ্ধ রূপটুকু
দূর থেকে দেখে মন কী প্রসন্ন হয়।
দেখি, প্রতিদিন দেখি–তবু ক্লান্ত নয়
এই চোখ একই ছবি দেখে বার বার।

সে-ফুলের কী যে নাম, কোন কিছু কাজে
লাগে কিনা সেই ফুল–কিছুই জানি না।
কী হবে সে সব জেনে; আমি দেখি শুধু,
দেখি আর মন খুশি হয়ে ওঠে তার
ওই রূপ দেখে–আমি পরিতৃপ্ত হই।

২৯.৫.৭৩

কখনো কখনো

দু’একটি কথা কারো কখনো কখনো
কী-যে ভাল লাগে! আর মনের গভীরে
গানের মতন সেই শব্দগুলো যেন
গুনগুন ক’রে ওঠে—থেমেও থামে না।
গাছে ফুটে ঝরে যায় ফুলটি, সুবাস
রেখে যায় তার, সারা মন ভ’রে থাকে।

সেদিন কথার মাঝে বললে প্রসূন:
এখনো মানুষ আছে তেমনি সুন্দর,
সেদিনের মত তার অন্তরের মাঝে
জ্বলছে তেমনি দীপ—কিছু ভয় নেই;
এই অন্ধকার সব শেষ হয়ে যাবে—
কী প্রত্যয় সেই সুরে! কত-না আঁধার
দূর হয়ে গেল সেই কয়টি কথায়।
কী আলো-যে জ্বেলে গেল সে আমার মনে!

২৯.৫.৭৩

এখনো কবিতা লেখ!

এখনো কবিতা লেখ! কী আশ্চর্য! বন্ধু
বললে সে-দিন এসে বিস্ময়ের সুরে।
চারিদিকে কোলাহল, ক্ষোভ, অসন্তোষ;
চরম প্রকাশ তার হিংসায়, হত্যায়
এর মাঝে পলাতক মন নিয়ে তুমি
লিখছো কবিতা আজো! চক্ষু কর্ণ সব
রুদ্ধ ক'রে কল্পনায় অবাস্তব যত
ছাই ভস্ম লিখে যাও—বেশ আছ তুমি।

কিছুটা ব্যঙ্গের উক্তি, কিছুটা হতাশা
উত্তর না পেয়ে কিছু বন্ধু চলে গেল।
মনে মনে কথাগুলো উচ্চারণ করি,
বুঝি কিছু আনমনা হয়ে যায় মন।

সে মেয়েটি এলো আজো যেমন সে আসে,
হাতে এক মুঠো ফুল—পেলাম উত্তর।

২৯.৫.৭৩

কৈফিয়ৎ

যা বলি সহজ ক’রে বলি; যে কথাটা
মনে আসে, তাকে রূপ দিই সেই মতো
যেমন সে আসে; কোন কিছু আভরণ
পরাইনে তাকে। তোমরা হয়তো খুশি
হও না আমার সেই বিনা আভরণে
গাঁথা মালা সে কথার; বল, বড় সোজা।
আমি যে সে-সহজিয়া পথের পথিক।

পেয়েছি সহজে আমি সকাল সন্ধ্যায়
কত রঙ, কত আলো, কত দুঃখ সুখ,
কত প্রীতি-ভালোবাসা, বেদনাও কত–
সেই সব কথা লিখে খুশি আমি, আর
রেখে যাই তাকে আমি কবিতার হারে।
যা পারিনি ক্ষোভ নেই পারিনিকো বলে;
খুশি আমি, আমি খুশি, যেটুকু পেরেছি।

১০.৬.৭৩

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে

কোথায় বর্ষণ সেই সুস্নিগ্ধ শ্যামল?
এখনো প্রচণ্ড খরা, কী রুক্ষ প্রকৃতি
দাহ শুধু, ঘর্মসিক্ত সারা দেহ মন
ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন, কোন কাজে মন নেই;
শুধু বার বার চেয়ে আকাশের পানে
আরো ক্লান্তি। মেঘ কই? কোথায় সজল
শ্যামল সে মেঘরাজি প্রসন্ন আষাঢ়ে!
আর সেই দিকে দিকে প্রাবৃট্-বন্দনা
কবিদল ঘিরে? উচ্চারণ মেঘদূত
মন্দাক্রান্তা সুরে? নেই, নেই সে-আষাঢ়,
আসে না, আসে না আর, হারিয়ে গিয়েছে
প্রচণ্ড খরার মাঝে, দারুণ দহনে।
সে-দাহনে নিঃশেষিত সমস্ত স্নিগ্ধতা
দেহের, মনের আজ–রিক্ত এ আষাঢ়।

১৬.৬.৭৩

স্বপ্ন-সুন্দর

স্বপ্ন রূপ নেয় নাক’ কোনদিন, তাই
এই স্বপ্ন এত ভালো, এতই মধুর।
কত আশা মনে জাগে, সে আশা আশাই।
মনে জাগে নানা রঙ, নানা রূপ নিয়ে,
আবার হারিয়ে যায়। এমনি ক’রেই
দিন কাটে প্রতিদিন ব্যর্থতার মাঝে।
অকৃতার্থ সেই আশা রূপ নেয় বুঝি
সুন্দর স্বপ্নের মাঝে। আলোকের মুখ
দেখলো না যারা, সেই নিভৃত মনের
আশাগুলো অন্ধকার রাতের গভীরে
পরিতৃপ্ত হয়; বাস্তবের বুকে যার
হবে নাক’ কোন দিন স্নিগ্ধ রূপায়ন।
এ স্বপ্ন স্বপ্নই শুধু; তবু ক্ষণকাল
বুকে নিয়ে এই স্বপ্ন বাঁচি পৃথিবীতে।

১৭.৬.৭৪

সে-দেশ কোথায়

সন্ধি ও সমাস আর তদ্ধিত ও কৃৎ–
এর মাঝে জীবনটা হারিয়ে গিয়েছে।
কোথাও ‘সহিত’ নেই, শুধু ব্যাকরণ–
অনুস্বর বিসর্গময় কণ্টকিত পথ।

অর্থ তার হয়তো-বা আছে সুগম্ভীর,
সে-জটিল অর্থভারে বড় ক্লান্ত মন।
সহজ সরল ওই প্রথম ভাগের
পথ খুঁজে খুঁজে আর পাইনে কোথাও!

ঘন ঘন যুক্তাক্ষর, বিবক্ষা, অন্বয়,
ষত্ব-ণত্ব তার সাথে, আরো কত কী-যে;
গভীর অরণ্য যেন, চলতে চলতে
রক্তাক্ত চরণ দু’টি, আর কানামাছি
খেলা সারা দিনরাত–পথ খুঁজে মরা।
‘জল পড়ে, পাতা নড়ে’–সে-দেশ কোথায়!

১২.৭.৭৪

একটি পূর্ণিমা রাত্রি

প্রসন্ন পূর্ণিমা রাত্রি–আলোকের ধারা
স্নিগ্ধ দীপ্ত অনাবিল; সমস্ত আকাশ
ছেয়ে গেছে সে-আলোয়; গ্রহ তারা যত
হারিয়ে গিয়েছে সেই আলোর বন্যায়।

নেমেছে মাটিতে সেই আলো জলে স্থলে,
বৃক্ষ শীর্ষে, পত্রে পত্রে; প্রতিটি ঘাসের
কণার উপরে তার স্নেহস্পর্শটুকু
ঢেলেছে অঝরধারে: সমস্ত পৃথিবী
স্নাত সেই সর্বব্যাপী আলোর প্লাবনে;
একাকার আকাশ-মৃত্তিকা! কী-যে ভালো
লাগে এই আলোকের স্নিগ্ধ আশীর্বাদ
সারা দেহে, সারা মনে অজস্র ধারায়।

ঘর্মাক্ত দিনের যত গ্লানির কালিমা
নিমেষে নিঃশেষ এই প্রসন্ন কিরণে।

১০.১১.৭৩

পূজা

পূজায় অন্তর চাই–আড়ম্বর নয়
আয়োজন ঘটা দিয়ে দেবতা পূজার
প্রহসন চলে দেখি; নানা কলরব
আর ছুটোছুটি শুধু! সাজসজ্জা যত
অন্তরের রিক্ততায় ম্লান হয়ে যায়।

পূজা তো অন্তর দিয়ে–দেবতার ঠাঁই
ধ্যানের আসনে; চলে নিঃশব্দে সেখানে
অন্তরের অন্তরেতে মন্ত্র উচ্চারণ।
দেবতা আসেন নেমে সে পূত আসনে,
গ্রহণ করেন তিনি পূজারীর দান;
বিনিময়ে দেন তিনি আশিস অমেয়।

সে-পূজা সার্থক হয়, কৃতার্থ পূজারী:
দেখি না তো সেই পূজা আজ কোনখানে।

২৮.১.৭৪

অন্ধকার

অতীত হারিয়ে গেছে; ঘন অন্ধকারে
সম্মুখের ভবিষ্যৎ ঢাকা একেবারে।
নানা জটিলতা-জালে-ঘেরা বর্তমান।
হতাশা ও নিরাশার ভারে ম্রিয়মান।
একে কি জীবন বলে! এই অর্থহীন
টেনে টেনে নিয়ে চলা এক একটি দিন।
ঘানি টানা বলদের মত অসহায়,
একই পথে অন্ধ হয়ে দিন কেটে যায়।
নেই আলো, নেই গান, নেইকো বিস্তার,
সুখ দুঃখ অনুভূতি সব একাকার
হয়ে গেছে—সব রঙ আজকে ধূসর;
এতটুকু মমতাও জীবনের ’পর
নেই বুঝি কারো আজ; বাঁচা আর মরা
শব্দ মাত্র, কিছু নয়—সুরু শেষ করা।

১৫.৩.৭৪

শুকনো গাছটা

একটিও পাতা নেই, শুকনো গাছটা
প’ড়ে আছে একপাশে—একটা কঙ্কাল!
চেয়ে চেয়ে দেখি আর মনে মনে ভাবি
পাতা আর ফুল ভরা ছিল সে যখন
তখন কেমন ছিল? শাখায় শাখায়
সতেজ পাতায় ভরা, আর থরে থরে
রাঙা-রাঙা ফুলগুলো—সাজানো কেমন!

মুঠো মুঠো ফুল ঝরে বাতাসের ঘায়
মাটির বুকেতে পড়ে; সেই ঝরাফুল
পেয়ে খুশি ছেলে মেয়ে সাজি ভ’রে নেয়;
তারপর বাড়ী গিয়ে আপনার মনে
মালা গাঁথে। সেই মালা দেবতার গলে
পরায়, সে-দেবতার মুখে হাসি ফোটে।
সে-গাছ কোথায় গেল! সেই সমারোহ!

১৫.৩.৭৪

তোমরা

তোমাদের দৃষ্টিগুলো নীচেতে নামে না:
দেখতে পাওনা তাই, কী ঘোর আঁধার
জমে আছে এইখানে। কী ঘন হতাশা
বাসা বেঁধে আছে এই মানুষের মনে।

কত ছোট ছোট আশা, আঘাতে আঘাতে
প্রতিদিন পিষ্ট হয়, আর হাহাকার
কী দুঃসহ চারিধারে! সেই সব থেকে
অনেক অনেক দূরে তোমরা সবাই।
সে-বেদনা, সে-যন্ত্রণা তোমাদের মনে
ছোঁয় না, তাই তো শুধু দূর থেকে ছুঁড়ে
দাও কিছু মিষ্ট কথা সহানুভূতির,
বেছে বেছে বিশেষণ শ্রুতিসুখকর।

বৃশ্চিক দংশন যেন সেই কথাগুলো,
যন্ত্রণার অগ্নিকুণ্ডে নিত্য ঘৃতাহুতি।

১.৪.৭৪

এ জীবন

সুখ দুঃখ ভালমন্দ, আলো ও আঁধার–
সব নিয়ে এ-জীবন কবিতা আমার।
কখনো সে স্নিগ্ধ শান্ত, সহজ সমিল
কখনো-বা গদ্যময় নেই কোন মিল।
মিল থাক নাই থাক ছন্দহীন নয়–
নানা ছন্দে এ জীবন আজো গতিময়।
কখনো সে সাবলীল, দুর্বোধ্য কখনো,
কখনো অবাধগতি-যতি নেই কোনো,
থামলে তবেই থামে, না হলে কোথায়
শেষ তার কিছুতেই বোঝা নাহি যায়।

কবিতার নানা ছন্দ, জীবনেরও তাই,
সব মিলে এ জীবন আজো কবিতাই:
বাঁধনেতে বাঁধা নয় শুধু পয়ারের,
জীবন কবিতা আজ নানান ছাঁদের।

২৫.৫.৭৪

অমৃতের সন্তানেরা

অমৃতের সন্তানেরা সারা পৃথিবীতে
কারবার করে আজ হলাহল নিয়ে।
সেই হলাহল পান ক’রে দিকে দিকে
কত শত নরনারী মৃত্যুপথগামী।
চলে গেছে কত জন ধরণীর মায়া
ত্যাগ করে একেবারে। কিন্তু যারা সেই
হলাহল জীর্ণ করে আছে সে-মৃত্যুকে
জয় করে, তারা কেউ অংশভাগী নয়
অমর্ত্যের; দানবত্ব লাভ করে সব
অঘটন নিত্য এই ধরণীর বুকে
ঘটায়; এ পৃথিবীতে কী ক্রন্দন ধ্বনি
ওঠে সেই দানবের দুর্দান্ত প্রতাপে।

হায়, অমৃতের পুত্র, দেবতা-দুর্লভ
সেই দান ব্যর্থ হল তোমাদের হাতে।

২০.৭.৭৪

মহাকাল

তবু দিন কেটে যায়, যেমন কাটতো
সে অনাদি কাল হতে; কত ভাঙাগড়া,
উত্থানপতন চলে, হাসি কান্না কত–
নির্বিকার মহাকাল, উদাসীন বুঝি!
মানুষের শুভাশুভ, সুখদুঃখ কিছু
বিচল করে না তাকে; চির গতিমান
সে চলে আপন মনে; জন্ম ও মৃত্যুর
লীলা চলে চারিদিকে, কোথাও ক্রন্দন,
কোথাও-বা আনন্দের বিপুল উচ্ছ্বাস–
সব কিছু অবহেলা করে কী নির্মম
ঔদাসীন্যে চলে যায় ওই মহাকাল!
পাষাণ কী! পাষাণের বুকেও কখনো
দেখা দেয় তৃণকণা; কিন্তু মহাকাল
আরও নির্মম বুঝি। আরো উদাসীন।

২২.৭.৭৪

॥সমাপ্ত॥